গ্যাস সংকট আরও ভয়াবহ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে অর্থনীতি

যুগান্তরিপোর্ট

এক গ্যাসের কারণেই দেশের শিল্প-কারখানা একেবারে ধ্বংস হতে চলেছে। ধস নেমেছে শিল্পের উৎপাদনে। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে ঠেকেছে দেশের অর্থনীতি। দিন যতই যাচ্ছে, মারাত্মক এ গ্যাস সংকট যেন আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। চাহিদার কিঞ্চিৎও গ্যাস দিতে পারছে না তিতাস এবং কর্ণফুলী গ্যাস বিতরণ কোম্পানি। ব্যবসায়ীদের প্রশ্ন, এভাবে মাসের পর মাস চলতে থাকলে শিল্প-কারখানা কিভাবে টিকবে? অথচ সরকারের এ নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সরকার যেন নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। গ্যাসের কারণে নতুন কোন বিনিয়োগ তো হচ্ছেই না, বরং যেসব কারখানা আছে তাও ধ্বংস হতে চলেছে। সংশিষ্টরা বলছেন, গ্যাসের সংকটের কারণে বছরে কমপক্ষে ৪০ হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। গ্যাস এবং বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে পারলে অর্থনীতি বদলে ফেলা যেত। কিন্তু সেই গ্যাস সংকট কাটাতে সরকারের উদ্যোগ যথেষ্ট নয় বলে সংশিষ্টরা অভিযোগ করেছেন। এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আনিসুল হক রোববার যুগান্তরকে বলেছেন, জ্বালানি বিশেষ করে গ্যাস সংকট কাটাতে সরকারের আরও উদ্যোগ নেয়া উচিত। কারণ আমাদের বিশ্বাস, দেশে গ্যাস যথেষ্ট মজুদ আছে। সরকারের কর্মকাণ্ড জোরদার করলে গ্যাসের এ সংকট থাকার কথা নয়। গ্যাস সংকট দেশের অর্থনীতিকে গ্রাস করে ফেলছে। ধ্বংস করছে শিল্প-কারখানা। সিএনজি স্টেশনে রেশনিংসহ কোন উদ্যোগই গ্যাস সংকট কাটাতে কাজে আসছে না। বরং দিন যতই গড়াচ্ছে, গ্যাসের সংকট ততই বাড়ছে। এর সঙ্গে বাড়ছে শিল্পপতি এবং বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ। শত শত কোটি টাকা বিনিয়োগ করে বিপাকে পড়েছেন তারা। জ্বালানি খাতে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে মনে করেছিলেন, গ্যাসের রেশনিং হলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু সংকট তথৈবচ। রেশনিং করেও কোন কাজে আসছে না। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত সরকারের সর্বোচ্চ মহলের হস্তক্ষেপ চান ব্যবসায়ীরা। তারা বলেছেন, গাজীপুর, সাভার, কোনাবাড়ী, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকার শত শত শিল্প-কারখানা গ্যাসের কারণে ২০ থেকে ৩০ ভাগও উৎপাদন করতে পারছে না। কারখানায় শ্রমিক আছে, মেশিন আছে– সব আছে, শুধু গ্যাস নেই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬/১৭ ঘণ্টা গ্যাস থাকে না। এভাবে একটি দেশের শিল্প-কারখানা কি টিকে থাকে? সম্প্রতি এ নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমইএসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা বিবৃতি দিয়েছেন। তারা বলেছেন, গ্যাস সংকট না কাটলে দেশের শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। স্থবির হয়ে পড়বেদেশেরঅর্থনীতি।

সংশিষ্টরা বলছেন, দেশে গ্যাসের সম্ভাবনা অনেক। কিন্তু দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের কারণে এ সংকট কাটছে না। ষড়যন্ত্রকারীরা জ্বালানি খাতকে সংকটে রেখে ঘোলা জলে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে। আর সংকটে পড়ে শিল্প-কারখানাগুলো এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে ঠেকেছে। তেল-গ্যাস রক্ষা কমিটির সদস্যসচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ সম্প্রতি যুগান্তরকে এ ব্যাপারে বলেছেন, বর্তমানে যে গ্যাসের মজুদ আছে এতে অকস্মাৎ সংকট হওয়ার কথা নয়। এর পেছনে অনেক ষড়যন্ত্র কাজ করছে। এটা তো আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ব্যবসায়ী এবং অন্যরা বলেন, দিন যতই গড়াচ্ছে পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ছে। এ মুহূর্তে পদক্ষেপ না নিলে হাজার হাজার কোটি টাকার ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে উৎপাদনের সব হাত স্তব্ধ হয়ে পড়বে। বেকার হবে লাখ লাখ শ্রমিক। অর্থ লগ্নিকারী ব্যাংকগুলো দেউলিয়া হতে পারে। মাত্র কয়েক বছর আগেই বলা হয়েছে, দেশ গ্যাসের ওপর ভাসছে। এ অফুরন্ত গ্যাসভাণ্ডারের কথা বলে তখন গ্যাসও রফতানি করতে উঠেপড়ে লেগেছিল একটি মহল। এখন গ্যাসের অভাবে শিল্প-কারখানা চলছে না।

গাজীপুর, টঙ্গী, সাভার, নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, গ্যাসের সংকট আগের

মতোই আছে। দিনে-রাতে ৬/৭ ঘণ্টার বেশি উপযুক্ত চাপে গ্যাস থাকে না। যার কারণে প্রয়োজনের সময়ে ফ্যাক্টরি বন্ধ রাখতে হয়। বেকার বসে থাকেন হাজার হাজার শ্রমিক। অথচ তাদের ঠিকই বেতন দিতে হচ্ছে মালিকদের । এভাবে চলতে থাকলে দেশের শিল্প-কারখানা অথ্র্াৎ অর্থনীতি ধ্বংস হতে বাধ্য। বাংলাদেশ হারাতে বসেছে রফতানি বাজার। ব্যবসায়ীদের প্রশ্ন, এভাবে কি ফ্যাক্টরী চলে? শিল্প প্রতিষ্ঠান করে কি ব্যবসায়ীরাঅপরাধকরেছেন?

পেট্রোবাংলার কর্মকর্তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, সিএনজি এবং চট্টগ্রামের সার কারখানায় রেশনিং করেও গ্যাসের ভয়াবহ সংকট বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং বেড়েছে। গ্যাস সংকট কাটবে কবে? বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, গত এক বছরে দেশে গ্যাসের উৎপাদন তেমন বাড়েনি। যার কারণে সংকট ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। অক্টোবর থেকে নতুন করে শিল্প-কারখানায় গ্যাস সংযোগ দেয়া বন্ধ। অর্থাৎ নতুন করে কোন বিনিয়োগ নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, গ্যাসের উৎপাদন দৈনিক ২২০ কোটি ঘনফুট না হওয়া পর্যন্ত নতুন করে কোন সংযোগ দেয়া যাবে না। বর্তমানে দৈনিক ১৯৭ কোটি ঘনফুটের মতো গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে। কিন্তু গ্যাসের চাহিদা হচ্ছে দৈনিক ২৫০ কোটি ঘনফুট। পেট্রোবাংলা মনে করছে, আগামী বছর আরও বড়জোর ১৫ থেকে ২০ কোটি ঘনফুট গ্যাসের উৎপাদন বাড়তে পারে। যার কারণে সংকট থেকেই যাবে।

অর্থনৈতিক ক্ষতি : গ্যাসের কারণে বছরে ৪০ হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পাওয়ার সেলের সাবেক মহাপরিচালক বিডি রহমত উলাহ। তিনি যুগান্তরসহ বিভিন্ন পত্রিকাকে বলেছেন, গ্যাসের কারণে এক হাজার মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাচ্ছে না। এছাড়া শিল্প-কারখানার উৎপাদন ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন সংস্থা ইতিমধ্যে বলেছে, জ্বালানি সংকটের কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হচ্ছে।

ষড়যন্ত্রে কোন কাজ হচ্ছে না : দেশের ২৩টি ক্ষেত্রের বর্তমানে ৭ দশমিক ২ টিসিএফের (ট্রিলিয়ন ঘনফুট) মতো গ্যাসের মজুদ আছে। বড় বড় ভূতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিষ্ঠান বলেছে, বাংলাদেশে গ্যাসের বিপুল সম্ভাবনা আছে। যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) ২০০১ সালের এক রিপোর্টে বলেছে, বাংলাদেশে গ্যাসসম্পদ কমপক্ষে ৮ দশমিক ৪ থেকে ৬৫ দশমিক ৭ টিসিএফ হতে পারে। একই বছরের নরওয়েজিয়ান পেট্রোলিয়াম ডাইরেক্টরেট হাইড্রোকার্বন ইউনিটের রিপোর্ট অনুযায়ী মজুদের বাইরে বাংলাদেশে আরও কমপক্ষে ১৯ থেকে সর্বোচ্চ ৬৪ টিসিএফ গ্যাসসম্পদ (রিসোর্চ) থাকতে পারে। দুটি জরিপে বলা হয়েছে, সারাদেশের স্থলভাগ ছাড়াও জলভাগের ২০০ মিটারে এ গ্যাস পাওয়া যেতে পারে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০০১ সালের পর গত নয় বছরে সারাদেশে মাত্র ৯টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়েছে। এর মধ্যে স্থলভাগে ৫টি এবং জলভাগে ৪টি। অথচ ১৯৯৫ সালের এনার্জি পলিসি অনুযায়ী এ নয় বছরে কমপক্ষে ৩৬টি কূপ খনন করার কথা। ১৯০৮ সালের পর এ পর্যন্ত সারাদেশে মাত্র (জলভাগসহ) ৭৬টি অনুসন্ধানী কূপ খনন করা হয়। এর ফলে ২৩টি কূপ আবিষ্কৃত হয়। পেট্রোবাংলার কর্মকর্তারা স্বীকার করেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে অনাবিষ্কৃত গ্যাসসম্পদ পড়ে আছে। এমনকি আবিষ্কৃত ক্ষেত্র থেকেও গ্যাস তুলতে পারছে না সরকার। এর পেছনে অনেকের ষড়যন্ত্র আছে বলে মনে করেন সংশিষ্টরা। কারণ দেশ গ্যাস সংকটের মধ্যে থাকলে অনেকের ফায়দা লুটতে সুবিধা হয়।

পেট্রোবাংলা বলেছে, ফেনী এবং মেঘনা ক্ষেত্রে কূপ খনন করলে আরও ৫৫ মিলিয়ন গ্যাস উৎপাদন বাড়বে। তিতাসের ১৭ নম্বর, সিলেটের ৭ নম্বর, কৈলাশটিলা ৭ নম্বর, বাখরাবাদের ৯ নম্বরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ১২টি কূপ খনন করলে গ্যাসের উৎপাদন বাড়বে ২০৮ মিলিয়ন ঘনফুট। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদে তিতাস, হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং ৭ নম্বর বকে কূপ খনন করা হলে গ্যাস উৎপাদন হতে পারে ৫৮০ মিলিয়ন ঘনফুট। পেট্রোবাংলা আরও জানায়, জালালাবাদ ক্ষেত্রের বাইরে আরও ৭৫ দশকি ১৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা মার্কিন কোম্পানি শেভরনকে বরাদ্দ দিয়েছে পেট্রোবাংলা। এর থেকে আগামী কয়েক বছরে ২০০ থেকে ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা যেতে পারে। এছাড়া মৌলভীবাজার ক্ষেত্রে

ত্রিমাত্রিক সার্ভে ইতিবাচক ফলাফলের পর সফল কূপ খনন হলে এ ক্ষেত্র থেকে আরও ৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বাড়তে পারে। সংশিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকারি প্রতিটি ক্ষেত্রে ত্রিমাত্রিক সার্ভে করে প্রয়োজনীয় কূপ খনন করলে গ্যাসের মজুদ অনেক বাড়বে। যেমন বেড়েছে বড় দুটি ক্ষেত্র তিতাস এবং বিবিয়ানায়। তিতাস ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে ৩ থেকে ৪ টিসিএফ গ্যাসের মজুদ আছে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত এ ক্ষেত্র থেকে ৭ দশমিক ৬৬ টিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে মজুদ এবং সম্ভাব্য দুটি মিলে ১৩ দশমিক ৩৩ টিসিএফ গ্যাস আছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের গ্যাসফিল্ডের কর্মকর্তারা। সংশিষ্টরা জানান, প্রকৃতপক্ষে তিতাসে গ্যাসের মজুদ এর চেয়ে আরও বেশি হতে পারে। তবে এতদিন ক্ষেত্রটিতে ত্রিমাত্রিক সার্ভে করা হলে এর আসল চিত্র পাওয়া যেত। সরকার শিগগিরই এটির ত্রিমাত্রিক সার্ভে করার উদ্যোগ নিয়েছে। তিতাসের মতো বিবিয়ানায়ও সম্প্রতি গ্যাসের মজুদ বেড়েছে। বিবিয়ানায় প্রথমে ২ দশমিক ৪ টিসিএফ গ্যাসের মজুদ ধরা হয়েছিল। সম্প্রতি নতুন করে বিশেষণ করে শেভরন ঘোষণা করেছে মজুদ ৫ দশমিক ৬ টিসিএফ। বিশেষজ্ঞরা জানান, এভাবে পুনর্মূল্যায়ন করলে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রের মজুদ বাড়তে পারে। কিন্তু দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের কাছে পুরো খাত আটকে আছে। এ ব্যাপারে তেল-গ্যাস রক্ষা কমিটির সদস্যসচিব আনু মুহাম্মদ যুগান্তরকে বলেছেন, দেশের অনেক সম্ভাবনাময় বক ইচ্ছাকৃতভাবে বিদেশীদের কাছে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে তাদের মর্জির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। অর্থাৎ তাদের হাতে দেশ জিম্মি। এ কারণে তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি, গ্যাসের দাম বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবি করে বসছে। অন্যদিকে দেশী কোম্পানিগুলোকে তাদের পেশাদারিত্ব নিয়েও উপযুক্ত গতিতে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। এভাবে পুরো সেক্টরকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে।

08.11.2010

http://jugantor.info/enews/issue/2010/11/08/news0828.php